সেই নিখোঁজ মানুষটা

আফসার আমেদ

এম এ, ১.২, চতুর্থ পত্র

ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ

১। ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় স্মরণীয় নাম। তাঁর কিস্‌সা ধর্মী রচনাসমূহের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। কিস্‌সা ধর্মী রচনার পাশাপাশি আফসার আমেদ তাঁর জন্মভূমি (বাগনান, হাওড়া) অঞ্চলের গ্রাম জীবনের, বিশেষত এখানকার মুসলমান সমাজের জীবনচিত্রের রূপায়ণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় কাহিনি কখনো তেমনভাবে প্রাধান্য পায় না; কাহিনির অন্তর্বয়ন, স্পর্শ-গন্ধসহ ব্যক্তি চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থাপন, ভাষার নিজস্বতা এসব আফসার আমেদ এর রচনার মূল আকর্ষণের দিক।

২। সাহিত্যিক আফসার আমেদ এর জীবনদৃষ্টি ও জীবন-ভাবনার একটা নিজস্বতা রয়েছে; আর এই নিজস্বতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টি-সমূহ। আমাদের আলোচ্য সেই নিখোঁজ মানুষটাও এর ব্যতিক্রম নয়। আফসার আমেদ এর জীবন ভাবনার সূত্র-সন্ধান করতে হবে। (এ বিষয়ে আলাদা একটি লেখা হোয়াটস্‌ অ্যাপে পোস্ট করা হবে)

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত

১। যান্ত্রিক সভ্যতা, নাগরিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসবের বিপরীতে এক বিকল্প জীবনবোধের বলিষ্ঠ উচ্চারণ রয়েছে সেই নিখোঁজ মানুষটা উপন্যাসে।--বক্তব্যটির গ্রহণয়োগত্যতা বিচার করো।

ক) ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সূত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যে জীবনবোধ ও ব্যবস্থাপনাকে পাথেয় করে সেই প্রথম দিন থেকে পথ হাঁটছিল আমাদের পিতামহরা আমরা আর তাতে স্থিত থাকতে পারলাম না। প্রবল বিপরীত স্রোতে ভেসে যেতে বাধ্য হলাম। এই বিপরীত স্রোতের অন্যনাম যান্ত্রিক বাস্তবতা, নাগরিকতা, প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রভৃতি।

খ) আমাদের পিতামহরা বেঁচে থাকা বলতে বুঝতো সকলের সঙ্গে থাকা, সকলকে নিয়ে চলা এবং তারও অতিরিক্ত কিছু। নতুন ব্যবস্থার সূত্রে আমরা শিখলাম, বেঁচে থাকার মানে শুধু নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা। হ্যাঁ, এই নিজের সীমানা সঙ্কুচিত হতে হতে একান্ত নিজেতেই এসে থামা, শিল্পবিপ্লব প্রসূত জীবনবোধের শেষকথা। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসা; শহরের অসামান্য সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের স্থান সংকুলান না হওয়া, তাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম রূপ বিকল্প ব্যবস্থা; এক ছাদের নিচেয় থেকে স্বামী-স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের মধ্যে কথোপকথন না-হওয়া, যে যার মতো করে বাঁচা; এসবের অন্যনাম শিল্পবিপ্লব-ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা-নাগরিক সভ্যতা ইত্যাদি।

গ) নাগরিক বাস্তবতা আজ এই একবিংশ শতাব্দীর জীবন বাস্তবতায় প্রথম ও প্রায় শেষ কথা। একটা সময় পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক সভ্যতার করালগ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে নিজের মতো বয়ে যেতে পারতো আমাদের গ্রামীণ জীবন। এখন তার অবসান হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনও দগ্ধ হয়েছে নাগরিক সভ্যতার বিষক্রিয়ায়। আমরা প্রত্যেকেই আজ রীতিমতো বিপর্যস্ত। যেটা হচ্ছে, যে জীবনকে আঁকড়ে ধরছি আমরা তা যে ভালো নয় সেটা বুঝতে কারোরই কোনো ভুল হচ্ছে না; সকলেই নিজের মতো করে এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছি এবং ব্যর্থ হচ্ছি। সবমিলিয়ে জীবনের আকাশে যন্ত্রণার মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

ঘ) এমন জীবনযন্ত্রণার সীমানা পেরিয়ে আর কোনো সত্যলোকে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া, জীবনের অন্য সংজ্ঞার্থ রচনা করার পক্ষে প্রত্যয়ী উচ্চারণ রয়েছে সেই নিখোঁজ মানুষটা উপন্যাসে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা তার করালছায়া বিস্তার করে গ্রাস করেছে গ্রামীণ জীবনকে , কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সব সম্ভবনার দীপ চিরতরে নিভে গেছে। এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে নতুন করে বেঁচে ওঠার, সবকিছুকে আবার নিজেদের মতো করে গড়ে নেওয়ার। তবে তার জন্য দরকার এক একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের

ঐকান্তিক প্রয়াস। কাউকে-কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে, মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে; তাদের মধ্যে নতুন করে বিশ্বাসের দীপ জ্বালাতে হবে। সেই নিখোঁজ মানুষটা-র স্রষ্টা এই দীপ জ্বালানোর দায়ভারটা চাপিয়ে দিয়েছেন তাঁর মানস-পুত্র আবিদ এর ঘাড়ে।

ঙ) আবিদ কে, কী তার পরিচয়, সে কীভাবে গ্রামের মানুষের মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করেছে, তার আগমনে যেভাবে তার এলকায় নতুন করে প্রাণের হিল্লোল তৈরি হয়েছে বিস্তৃত পরিসরে সে সবের বর্ণনা দিতে হবে এই অংশে।

চ) যান্ত্রিক বাস্তবতা, ধ্বস্ত নাগরিকতা এসবের বিপরীতে সেই নিখোঁজ মানুষটা-য় আবিদ চরিত্রকে ঘিরে ঔপন্যাসিকের এই যে বিকল্প জীবনবোধের নির্মাণ সেখানে একটা বিষয় বিশেষ করে লক্ষ করার; এখানে বিকল্প জীবনবোধের অনুসন্ধান করতে বসে ঔপন্যাসিক কখনোই কোনো পলায়নপর মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেননি। আর যাই হোক, সময়কে কখনো বিপরীতমুখী স্রোতে বইয়ে দেওয়া যায় না। সময়ের সঙ্গে সমঝোতা করেই যা কিছু করার করতে হয়। নায়ক আবিদকে তাই কোনো স্বপ্নলোক থেকে নামিয়ে আনা হয়নি। সে আমাদেরই ঘরের ছেলে, আমাদেরই মতো বিক্ষত মন ও মননের একজন। শৈশব থেকেই সে অনাথ; নিজের মন্দভাগ্যকে জয় করার জন্য তার মধ্যে প্রচেষ্টার শেষ নেই। তবু সাফল্য অধরাই থেকে যায়। জোলেখাকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে শেষাবধি পালিয়ে যেতে হয় ভালোবাসার মানুষকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে। একদিকে এই বিপন্নতা, অন্যদিকে এমন বিপন্নতার বেড়া ডিঙিয়ে অন্যরকম করে বাঁচার চেষ্টা এবং অসামান্য সাফল্যে ভাস্বর হওয়া এইসব মিলিয়ে আবিদের পূর্ণতা, তার স্রষ্টার স্বপ্নের ভুবন-নির্মাণ।

ছ) এই স্বপ্নের ভুবনে সেই নিখোঁজ মানুষটা-র পাঠকরা শেষাবধি স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে, না, এ শুধুই স্বপ্নের জাল বয়নে শেষ হয়ে যাবে এর পরিসর, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে। সে প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, উপন্যাসে এই যে বিকল্প জীবনবোধকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে তাকে কোনো পাঠক যদি তার পথচলার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে, তবে আর যাই হোক তাতে কোনো অস্বাভাবিকতা থাকবে না।

২। আবিদের জোলেখাকে বিয়ে না করা এবং পরের বারেও দেখা না করে চলে যাওয়া নিছক তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়, আধুনিক মানুষের এক সর্বাত্মক বিপন্নতার ছায়াপাত রয়েছে আবিদ চরিত্রের উপর।--আলোচনা করো।

ক) সেই নিখোঁজ মানুষটা, প্রখ্যাত কথাকার আফসার আমেদ এর কথা-ভুবনের অন্যতম অধ্যায়। আবিদ এই অধ্যায়ের নায়ক। এক হিসাবে সে তার স্রষ্টার মানস-পুত্র।

খ) উপন্যাসে আবিদ চরিত্রের যে নির্মাণ রয়েছে তার মূলকথা এইরকম--শৈশবে সহসা অনাথ হয়ে পড়া আবিদ নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়েছে, বড়ো হওয়ার পথে সে প্রথমাবধি আপোসহীন অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছে তার মন্দভাগ্যের বিপরীতে; কিন্তু এই অবস্থান নেওয়াতে ঠিকমতো সফল হয়নি সে; তাই ভালোবাসার মানুষ জোলেখাকে বিয়ে না-করে নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য হতে হয়েছে তাকে। নিরুদ্দেশ হওয়া আবিদ আবার ফিরে এসেছে তার গ্রাম-জীবনে; নতুন করে জয় করতে উদ্যোগী হয়েছে মন্দভাগ্যকে। এ বার সাফল্য তার বশ্যতা স্বীকার করছে; গ্রামজীবনকে তার ভাবনার সূত্র ধরে নতুন করে গড়ে দিতে সমর্থ হয়েছে আবিদ; কিন্তু তারপরেও সাফল্যের শেষ চুকুমটা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সে। ভালোবাসার মানুষ পরম কাঙ্খিতজন সঙ্গে দেখা না করেই বিদায় নিতে হয়েছে তাকে।

গ) সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও শেষাবধি এই যে চূড়ান্ত সাফল্যকে করায়ত্ত করতে না পারা, অন্য অর্থে সাফল্যের ভার বহনের সক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী না হতে পেরে পিছনের পায়ে হাঁটা, তা আসলে খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন কোনো সত্য নয়; এর মূল নিহিত রয়েছে আবহমান কালের মানুষের জীবন-বাস্তবতার গভীরে; আরও বিশেষ করে বললে বলতে হয়, শিল্প বিপ্লবোত্তর মানবসভতা রূপ ঐতিহাসিক বাস্তবের মাটিতে।

ঘ) এক অর্থে মানুষের জীবনের অন্যনাম, ব্যর্থতার সঙ্গে আপোষ করে অবশিষ্ট দিনগুলিকে যাপন করা। বলা বাহুল্য এমনভাবে জীবনকে গ্রহণ ও বহন করাতে আমরা কেউই আহ্লাদিত হই না, আবার একে অস্বীকার করতেও পারি না। দুই এর টানাপোড়েনে জীবন তাই বয়ে চলে। এমনিভাবে বয়ে চলাকে একটা সময়ের পর আমরা আমাদের ভবিতব্য বলে মনে নিই। ফলত আর

বিশেষ সমস্যা থাকে না। জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় উপান্ত সীমা পর্যন্ত।

ঙ) সেই নিখোঁজ মানুষটা-র নায়ক আবিদ আমাদের এই চিরন্তন জীবনবাস্তবতার উৎসভূমি থেকে উৎসারিত সত্য। সাফল্যকে করায়ত্ত করার জন্য, সাফল্যের শিখরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার মধ্যে প্রচেষ্টার অন্ত্য নেই। এই প্রচেষ্টায় সে যে বরাবরই ব্যর্থ হয়ে এসেছে তাও নয়। সাফল্যের জয়মুকুট অনেকক্ষেত্রে গলায় তুলতে সফল হয়েছে সে। সমস্যা হয়েছে এই সাফল্য তার জীবনে শেষকথা হয়ে ওঠেনি। ক্ষণিকের স্পর্শে মাতিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সাফল্য অন্তর্হিত হয়েছে। আর সে কারণেই পরম প্রিয় জোলেখাকে একান্ত করে পাওয়ার সব রাস্তা খোলা থাকা সত্ত্বেও শেষাবধি তাকে পাওয়া হয়নি আবিদের পক্ষে। বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিল; অপেক্ষা ছিল শুধু বিয়ের পিড়িতে গিয়ে বসার। সেই বসাটা আর হয়ে উঠল না। বিয়ের ঠিক চারদিন আগে সহসা নিরুদ্দেশ হতে হলো তাকে। কাউকে কোনো কথা বলে আসার সাহস হয়নি তার, এমন কী জোলেখাকেও। আক্ষরিক অর্থেই সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়েছে আবিদ। কিন্তু কেন?

চ) জোলেখাকে বিয়ের আসরে বসিয়ে কেনো কেন পালিয়ে এল আবিদ। ঔপন্যাসিক তার বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তবে পাঠকের দিক থেকে নিজেদের মতো করে একটা ব্যাখ্যা রচনা করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান মজুত রাখা হয়েছে উপন্যাসের অঙ্গনে।

ছ) প্রিয়তম-প্রিয়তমারে নিয়ে ভালোবাসার পবিত্র ভুবনে স্বপ্নের নীড় রচনা করার জন্য ব্যক্তিগত ভালোবাসার বহর কখনো শেষকথা হতে পারে না, তার জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়; বিশেষত যুগজীবনের দিক থেকে উষ্ণ সহায়তা। আর এখানেই আবিদের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে প্রধান সমস্যা।

জ) একটা সময় ছিল যখন প্রেমের রাজ্যে দেহের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। দেহগতভাবে পাওয়াকে প্রেমের চূড়ান্ত মাপকাঠি না হলেও অন্যতম প্রধান মানদণ্ড বলে মনে করা হতো। এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন প্রেমের ভুবনে রোমান্টিক মননের একচ্ছত্র আধিপত্য। একদিকে প্রবল রোমান্টিকতা, অন্যদিকে আধুনিক জীবনের ধ্বস্ত বাস্তবতা; দুই এর সংঘর্ষে বিপর্যস্ত হচ্ছে এযুগের রোমান্টিক নায়ক। আবিদ সেই রোমান্টিক নায়কদের একজন।

ঝ) জোলেখাকে নিয়ে ঠিক কোথায় রাখবে, কেমন করে ধারণ করবে তার অতলান্ত ভালোবাসাকে! নিজেকে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পায়নি আবিদ। তাই তাকে শেষাবধি বিয়ে করতে সাহসী হয়নি সে। পরিবর্তে কাউকে কিছু না বলে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে । এই যে কাউকে না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া, এরও মূলে রয়েছে সর্বাত্মক বিপন্নতা। হাজারও মানুষ বিয়ে করছে, বউ বাচ্চা নিয়ে ঘর করছে, তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, শুধু তারই ক্ষেত্রে এমন সমস্যা হচ্ছে যে এমনিভাবে পালাতে হবে! এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার সক্ষমতা আবিদ এর নেই, তাই সে বাস্তবের মুখোমুখি না হয়ে পালিয়ে যাওয়াকে শ্রেয় বলে মনে করেছে। আসলে আবিদ এখন যে রোমান্টিক ভুবনের বাসিন্দা সেখান থেকে সাধারণের অবস্থান অনেক দূরে। ফলত তারা তাকে বুঝতে পারে না, সেও তাদেরকে বোঝাতে পারে না নিজের কথা। এখন প্রশ্ন, আবিদের এই যে অবস্থান তার নেপথ্য কারণ বা উৎস কী।

ঞ) আবিদ আর পাঁচজনের থেকে আলাদা, সে সম্পূর্ণত তাঁর স্রষ্টার জীবন-ভাবনা জাত সৃষ্টি । সাধারণ মানুষ জীবন সম্পর্কিত যে সমীকরণে অনায়াসে স্থিত হতে পারে শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। তাঁরা ঘটমান বাস্তবের গভীরে আত্মগোপন করে স্বস্তি পান না কিছুতেই। তাই সবকিছুকে ভেঙে গড়ে নিজের মতো করে রচনা করে নিতে চান। এই রচনা করে নেওয়াতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হন তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও এক্ষেত্রে তাঁদের ঐকান্তিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। আবিদ তাঁর স্রষ্টার এই ঐকান্তিক অবস্থানের প্রতীক।

ট) যে সর্বাত্মক বিপন্নতা থেকে আবিদ জোলেখাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল সেই বিপন্নতা থেকে আজও মুক্তি হয়নি তার। তাই দ্বিতীয়বার ফিরে এসেও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি জোলেখার মুখোমুখি হওয়ার। একদিকে তার মুখোমুখি হতে না পারার যন্ত্রণা, অন্যদিকে তাকে দেখার গভীর আগ্রহ; দুই এর টানাপোড়েনে বির্পযস্ত হয়েছে আবিদ। এই বিপর্যস্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বেশি বেশি করে অন্যের মুখ থেকে জোলেখার কথা শুনতে চেয়েছে সে, জোলেখা কেমন আছে জানতে আগ্রহী হয়েছে।

ত) বাস্তবের নায়করা এমন আগ্রহকে হয়তো শেষ পর্যন্ত দমন করতে পারে না; সব প্রতিবন্ধকতার বাঁধ ভেঙে পৌঁছে যায়

ভালোবসার মানুষের কাছে; কিন্তু আবিদ তা পারে না। জোলেখার ছেলের প্রতি দূর থেকে আশীর্বাদ নিবেদন করে নিজেকে নিবৃত্ত করতে বাধ্য হয় সে। এখানেই সে অন্যদের থেকে আলাদা। অন্যেরা রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ, আর আবিদ একজন শিল্পীর মানস-পুত্র।

৩। জোলেখার স্বামী আলাল এমন এক জীবনবোধের ধারক, যে জীবনবোধকে পাথেয় করলে সমস্যার সমুদ্রে সন্তরণ করা যায় অবলীলায়।

ক) সময়ের সংকট রয়েছে, পাশাপাশি আমরা তথাকথিত নাগরিক মননে ঋদ্ধ আধুনিক মানুষ জটিল সব ভাবনার কণ্টকে ক্রমাগত কণ্টকিত করে চলেছি নিজেকে; সবমিলিয়ে জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। এমন দুঃসহ জীবনের বিপরীতে সজীব, সতেজ, চিরসুন্দর এক জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন সেই নিখোঁজ মানুষটা-র স্রষ্টা। আধুনিক জীবন যন্ত্রণার নিবিড় পাঠ নিতে বসে তাঁর মনে হয়েছে আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিকতাকে পাথেয় করে অতিক্রম করা যায় ধ্বস্ত সময়ের সীমাবদ্ধতাকে। তবে তার জন্য বিশেষ করে যে কাজটা করতে হবে তা হলো, তথাকথিত আভিজাত্যের অহং থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে নিজেকে সেইলোকে প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে জীবনের স্রোত এখনও আবিল নয়, অথবা যেটুকু আবিলতা আছে তাকে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিতে হবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্যে।

খ) জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের এই যে বিশেষ ভাবনা বাস্তবের মাটিতে তার ফসল ফলানোর জন্য উপজীব্য করা হয়েছে জোলেখা-র স্বামী আলালকে। আলাল দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পরিবারের নিতান্ত সাধারণ এক গ্রাম্য যুবক। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বেশ একটু অসামান্য মেয়ে জোলেখার। জোলেখা যথেষ্ট সুন্দরী, তার চেয়েও বড়োকথা এতদঞ্চলের স্বনাম ধন্য যুবক আবিদের বাগদত্তা ছিল সে। বিয়ের ঠিক চার দিন আগে আবিদ সহসা নিখোঁজ হওয়ায় জোলেখা রূপ সুন্দরীকে ঘরণী করার সৌভাগ্য হয়েছে আলালের।

গ) আলাল নিজের ওজন বোঝে। তাই সবদিক থেকে হিসাব করে গুছিয়ে চলার চেষ্টা করে। এতদিন তার হিসাবে কোনো ভুল হয়নি। সীমাবদ্ধ মূলধন সহযোগে জোলেখাকে মোটের উপর আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিল সে। দাম্পত্য-ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ জোলেখা তাকে ইতিমধ্যে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র সহ ভরপুর আলালের দাম্পত্যজীবনের পুব আকাশে সহসা দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়েছে। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া আবিদ সহসা ফিরে এসেছে গ্রামে। তার ফিরে আসার সংবাদ যথাসময়ে অবগত হয়েছে জোলেখা। সংবাদ শুনে রীতিমতো বিচলিত হয়েছে সে। তার এই বিচলিত হওয়া বিচলিত করেছে আলালকে।

ঘ) স্বামিত্বের মানদণ্ডে বিচার করলে আলাল আবিদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। এমন পিছিড়ে পড়া অবস্থান থেকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় যাওয়া অযৌক্তিক বলে মনে হয় তার, সে তাই অন্য পথে পা রাখে। নিজে দায়িত্ব নিতে চাওয়া আবিদের সঙ্গে জোলেখার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়। আলাল খুব ভালো করে জানে জোলেখার ছেলের জন্য আশীর্বাদ নেওয়া নেহাতই উপলক্ষ মাত্র। আবিদকে একবার দু-চোখ ভরে দেখতে চায় তার স্ত্রী। এমন ভাবে দেখতে চাওয়া সহজ ভাবে নিতে পারে না স্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ জনই। আলাল এক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ...গ্রামে হাজির হয়েছে সে; সেখানে আবিদ ফিরে আসার পর থেকে অবস্থান করছিল।

ঙ) ঘটনাচক্রে আবিদ সেদিন বিকালেই অন্য গ্রামে চলে গেছিল; তাই তার সঙ্গে দেখা হয়নি জোলেখার। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মনে মনে দগ্ধ হয় জোলেখা। এক্ষেত্রে স্ত্রীর মন ও মননের প্রত্যেকটি কম্পনকে মাপার চেষ্টা করে আলাল এবং সেই অনুসারে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেছে। প্রতি মুহূর্তে আবিদের আগমন প্রত্যাশায় উতলা হয় জোলেখা। রাত্রে তার ঘুম আসে না; গভীর রাতে ঘুম থেকে সহসা জেগে ওঠে সে। আলাল এ সবই উপলব্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। এমন অবস্থায় আমরা স্বামী-সম্প্রদায় সাধারণত ক্ষিপ্ত হই, তেড়ে যাই, উত্তম মধ্যম দিতেই পিছ্পা হই না। আলাল এ সবের কোনোটাই করেনি। মাঝরাতে যখন জোলেখার ঘুম ভেঙে গেছে তখন সে তাকে বলেছে, ছেলেকে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে শোওয়ার জন্য। জোলেখা কথা মতো স্বামীর পাশে এসে শুলে আলাল শুরু করেছে তার খেলা। গভীর দাম্পত্য আশ্লেষে স্ত্রীকে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিতে চেয়েছে সে। তার এই ঐকান্তিক আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেনি জোলেখা। অতঃপর যা হওয়ার

তাই হয়েছে। দাম্পত্য-মধুরতার স্রোতে ভেসে গেছে তারা দু-জনে। আর এই সূত্রেই স্বামী হিসাবে আর সকলকে ছাড়িছে অনন্য অবস্থানে উপনীত হয়েছে আলাল।

চ) আমাদের পরিদৃশ্যমান সমাজ বাস্তবতায় আলাল-সুলভ স্বামী দুর্লভ বললেও কম বলা হয়। আমরা সন্দেহের বশে নিজেদের দাম্পত্যজীবনকে দগ্ধ করি অধিকাংশজন। এমন দগ্ধ বাস্তবতার বিপরীতে আলাল-কে কেন্দ্র করে নতুন যে জীবনবোধের বীজ বপন করেছেন সেই নিখোঁজ মানুষটা-র স্রষ্টা তার সামাজিক বাস্তবতা এমনিতে হয়তো আমাদের যাপিত জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; কিন্তু এর সত্যতাকে অস্বীকার করা চলে না কিছুতেই। চাইলে সত্যিই এমন সহজ পথে কঠিনতম সব সমস্যার সমাধান করা যায়। তার জন্য আলাদা করে কোনো আন্দোলন করতে হয় না, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয় না।

ছ) মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার সক্ষমতার সীমা তাই বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। আমরা অধিকাংশজন এক্ষেত্রে নিজেকে ঠিকঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারি না। তাই সংকীর্ণ ভাব-ভাবনার ঘোলা জলে ডুব সাঁতার কাটি নিয়ত। এমন সীমাবদ্ধতার বাঁধন ছিঁড়ে আমরা যদি বেরিয়ে আসতে পারি, বার করে আনতে পারি অন্যদেরকে, তবে জীবনের আকাশ রঞ্জিত হতে পারে অনন্য সুন্দর রঙে। যেমন করে আলাল রাঙিয়ে নিয়েছে তার জীবনকে।

৪। সেই নিখোঁজ মানুষটা উপন্যাসে পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্র অনেক বেশি আলোকিত, নায়ক আবিদের কথা স্মরণে রেখেও এই সিদ্ধান্ত করতে আমাদের কোনো দ্বিধা হয় না।--এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দাও।

ক) বিশ্বজনীন সমাজব্যবস্থা এখন পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক। একটা সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিকতা প্রচলিত ছিল। এখন তার পরিমাণ কমতে কমতে যৎসামান্যতে পরিণত হয়েছে। আদিম কৌম সমাজ ব্যতীত অন্যত্র মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রচলন নেই বললেই চলে। আমাদের বাঙালি সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অবস্থায় বাংলা দেশের শিল্প-সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের প্রধান্য বর্তমান। ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যা কিছু আছে তা ব্যতিক্রমই। আমাদের প্রশ্ন, আফসার আমেদ রচিত সেই নিখোঁজ মানুষটা উপন্যাসটিকে এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত করা চলে কি না?

খ) সেই নিখোঁজ মানুষটা এমনিতে নায়ক কেন্দ্রিক উপন্যাস এবং সে নায়কের নাম আবিদ। উপন্যাসের সূচনা হয়েছে আবিদকে ঘিরে, উপন্যাসেও শেষেও রয়েছে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। চার বছর নিখোঁজ থাকার পর আবার বাগনান অঞ্চলে আবিদের ফিরে আসা এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যে গোটা অঞ্চলকে নতুন করে প্রাণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে পুনরায় তার অন্তর্হিত হওয়া; এই হল সেই নিখোঁজ মানুষটা-র মূল উপজীব্য। সন্দেহাতীতভাবে আবিদ এ উপন্যাসের নায়ক। এমন অবস্থায় সেই নিখোঁজ মানুষটা-তে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, এমন কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিধাহীন হওয়া যায় না। গোটা বিষয়টিকে তাই আর একবার খতিয়ে দেখতে হয়।

গ) এখানে উপন্যাসের কাহিনি-সূত্রকে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

ঘ) উপন্যাসের কাহিনি-ধারা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে প্রভৃতির গভীরে অবগাহন করে একটা বিষয় কিন্তু মনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, আবিদ এ উপন্যাসের নায়ক ঠিকই, কিন্তু সেই এখানে শেষ কথা নয়। উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে নায়িকা জোলেখা। সূচনায় উপন্যাসের কাহিনি-বৃত্ত যখন বাগনান স্টেশন অঞ্চলে সীমায়িত ছিল কেবল ততক্ষণ মাত্র কাহিনি-বৃত্তে জোলেখা সেভাবে ছাপাপাত করেনি। কিন্তু সামান্য অংশটুকু বাদ দিলে অবশিষ্ট ক্ষেত্রে রয়েছে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। উপন্যাসের উপসংহারেও আর সবাইকে পিছনে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। উপন্যাসের শেষ বাক্যটি আবর্তিত হয়েছে তাকে ঘিরে--...।

চ) কাহিনি-বৃত্ত থেকে বার করে এনে নিছক একটি ব্যক্তি চরিত্র হিসাবে যদি জোলেখাকে দেখা হয় তবে তার চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য আলাদা করে পাঠককে আকৃষ্ট করে। একদিকে স্বামী-সন্তানের প্রতি দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে ভালোবাসার মানুষযের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ; দুই এর টাপাপোড়েনে অসামান্য জীবন্ত রূপ লাভ করেছে জোলেখা। (অনুষঙ্গ চয়ন করে ব্যাখ্যা করো)

ছ) শুধু নিজস্ব ক্ষেত্রে নয় নায়ক আবিদের মন ও মননকে অনেকাংশে আলোকিত করেছে জোলেখা। ফিরে আসা থেকে পুনরায়

চলে যাওয়া পর্যন্ত আবিদের মনের আকাশে একমাত্র নক্ষত্র হিসাবে বিরাজ করেছে সে। এক মুহূর্তের জন্যেও জোলেখার কথা ভুলতে পারেনি আবিদ। বরং যেখানে যার কাছ থেকে খবর পাওয়া সম্ভব তার থেকে জোলেখার খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে। (কাহিনি ধারা অনুসরণ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে)

জ) উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে রয়েছে যে সব বিষয় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো জোলেখার সঙ্গে আবিদের দেখা করা বা না করার বিষয়টি। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়েছে জোলেখা। জোলেখার সঙ্গে দেখা করা, না করার বিষয়ে আবিদ আলাদা করে বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, একেবারে শেষ সময়ে জোলেখা এবং তার ছেলের জন্য জামাকাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে আনা ব্যতীত। এর বাইরে অন্যদের প্রশ্নের উত্তর সে কিছু কথা বলেছে মাত্র। তুলনায় এ বিষয়ে অনেক বেশি সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে জোলেখা । (ব্যাখ্যা করো)

ঝ) সেই নিখোঁজ মানুষটা উপন্যাসে নায়িকা জোলেখা যেমন উজ্জ্বল ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে তেমনি উজ্জ্বল রঙে রূপায়িত হয়েছে ...প্রভৃতি চরিত্রও। উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ...এর উপস্থিতি। সূচনায় তার ক্রিয়াশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ...প্রভৃতি আপন আপন চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ছোটোবেলায় একবার আবিদ এর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল ...। পরে ... সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। আজ এতদিন পর আবিদ পুরনো সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করলে চমৎকার ভঙ্গিতে তার মোকাবিলা করেছে ...। সে বলেছে ...। তার এই স্বপ্রতিভায় মুগ্ধ হই আমরা। এমনই স্বপ্রতিভায় প্রতিভাত হয়েছে ...প্রভৃতি। (ব্যাখ্যা করো)

ঞ) তুলনামূলকভাবে জোলেখা ও অন্যান্য নারী চরিত্রের এই স্বপ্রতিভ অবস্থানের বিপরীতে পুরুষ চরিত্র সমূহ অনেক ম্লান। আবিদও অংশত জোলেকার স্বামী আলাল যা একটু ক্রিয়াশীল চরিত্র, অন্য কোনো পুরুষ চরিত্র সেই অর্থে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এই অবস্থায় প্রশ্নোদ্ধৃত বক্তব্য বিশেষ অযৌক্তিক বলে আমাদের মনে হয় না। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করি।